Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-07-14
Published: 2024-10-17

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.271

Prophetic Actions in Youth Development and its Effects Bangladesh Perspective

Md. Nasrullah*

Abstract

The youth is the dazzling star and leader of the nation, the future hope and the step of the nation's improvement and progress, the best means of building the country. The progress and prosperity of the next generation depends on the youth. Thus, the development of the youth means the development of the whole nation, and the destruction of the youth means the destruction of the whole nation. The Messenger of Allāh (PBUH) has attached special importance to the proper preservation of youth. Since Islam has ordained explicit provisions for youth's moral development, preservation of health, enrichment of sophisticated mind and strong thinking He has adopted different steps in the light of those guidelines. This write up has made recourse to descriptive, analytical and comparative research methods. The author has demonstrated that it is quite possible to ensure the transition of the youth crept in various crises and their overall welfare only by following the steps taken by the Messenger of Allāh (PBUH).

Keywords : Messenger of Allāh (PBUH), Islam, youth, development, ideal.

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপ ও এর ফলাফল পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

যুবকরা হচ্ছে জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্র ও কর্ণধার এবং জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান, দেশ গড়ার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যুবকদের ওপরই নির্ভর করছে আগামী প্রজন্মের উন্নতি ও সমৃদ্ধি। তাই যুবসমাজের উন্নয়ন মানে গোটা জাতির উন্নয়ন, আর যুবসমাজের ধ্বংস মানে গোটা জাতির ধ্বংস। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুব সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যুবকদের নৈতিকতার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পরিশীলিত মনন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় সমৃদ্ধকরণে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে; যার আলোকে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপ ও সুনিপুণ কর্মধারা অনুসরণের মাধ্যমেই বিভিন্ন সংকটে নিপতিত যুব শ্রেণির উত্তরণ এবং সার্বিক যুবকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

মূলশব্দ: রাসূলুল্লাহ ﷺ , ইসলাম, যুবক, উন্নয়ন, আদর্শ

* Md. Nasrullah is a Lecturer (Arabic), Nanguli Nesaria Kamil Madrasah, Kawkhali, Pirojpur, Bangladesh. E-mail: nasrulnanguli@gmail.com

ভূমিকা

একজন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মুহূর্ত হলো তার যৌবনকাল। আবেগ, উচ্ছ্বাস, প্রাণ-চাঞ্চল্য, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্যে ভরপুর এ যৌবনকাল। তাই এ যৌবনকালকে একজন মানুষের জীবনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। আজকের যুবক আগামী দিনের ভবিষ্যত, জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্র ও কর্ণধার। যৌবনকালের এ গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবসমাজের লালনপালন ও চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাদেরকে সার্বক্ষণিক কল্যাণময় ও ভালো কাজে পরিচালিত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে খুবই শঙ্কিত থাকতেন। এ জন্য তিনি যুবকদের নিবিড় পরিচর্যা করতেন, তাদের অন্তরে ঈমানের বীজ প্রোথিত করতেন, খারাপ কাজ থেকে সর্বদা সতর্ক করতেন, দয়া ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে যুবকদের ভুল সংশোধন করতেন এবং অত্যন্ত কার্যকরী পন্থায় যুবকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন যুবকদের একমাত্র আদর্শ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (al-Qur'ān, 33:21)।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সচ্চরিত্রের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণিত হাদীস:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ

সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি (al-Bukhārī 1379, 273)।

রাসূলুল্লাহর ﷺ এর সুমহান আদর্শ ও নিষ্কলুষ চারিত্রিক গুণাবলির ছোঁয়ায় ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত যুব সমাজ পেয়েছিল আলোর সন্ধান, সত্যের দিশা; কালক্রমে তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বর্তমান প্রজন্ম আজ পথহারা। অপসংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে তারা আজ দিশেহারা। তারা আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। যুবসমাজের এ করুণ দশা থেকে মুক্তি পেতে আজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। মোহগ্রস্ত যুবসমাজকে রাসূলুল্লাহর ﷺ

চরিত্র, আদর্শ ও তাঁর সার্বিক দিক-নির্দেশনার প্রতি সচেতন করা এবং তাঁর অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা সময়ের দাবী।

পূর্বপাঠ পর্যালোচনা

এ প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা করেছেন কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সম্মানিত সদস্য ড. সুলাইমান বিন কাসিম আল ঈদ। তাঁর লিখিত এ বিষয়ের গ্রন্থটির নাম হলো:- المنهج النبوي في التربية الإيمانية للشباب والاستفادة منه في العصر الحاضر। লেখক এ গ্রন্থে যুবকদের মানসগঠন ও শিক্ষাদানে নববী পদ্ধতি ও বর্তমান যুগে এর থেকে জ্ঞান লাভের বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। তবে এ বইটিতে যুবক পরিচিতি ও তাদের গুরুত্ব, যুব উন্নয়ন পরিচিতি, এ সংশ্লিষ্ট সাধারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়নি।

আব্দুল হামিদ তায়িল عناية الرسول-صلى الله عليه وسلمبالشباب وسبل الاستفادة منهم في الواقع المعاصر শিরোনামে একটি আরবী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে যুব পরিচিতি, তাদের বৈশিষ্টাবলী, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুব পরিচর্যা ও বর্তমান যুগে এর প্রয়োগ বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে প্রাসঙ্গিক প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনা চলে আসলেও ভাষা ব্যঞ্জনায় কিছু দুর্বোধ্যতা রয়েছে। যুব পরিচর্যার বিষয়ে কোনো কোনো স্থানে খুব লম্বা আলোচনা, কোনো কোনো স্থানে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে।

rasoulallah.net ওয়েবসাইটে رسول الله مع الشباب নামে একটি রিসালাহ প্রকাশিত হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুবকদের সাথে আচার-আচরণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ভুল সংশোধন নীতি আলোচিত হয়েছে। এ রিসালাহটি বেশ সংক্ষিপ্ত। তবে গবেষকদের জন্য এটিতে যথেষ্ট খোরাক রয়েছে।

বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম প্রণীত '*যে যুবক যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায়*' গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে মানব জীবনের স্তর বিন্যাস, যুব প্রকৃতি, ইসলামে যুবক-যুবতীর বিশেষ দায়িত্ব-কর্তব্য, ইসলামে যুবক-যুবতীর সোনালী ভূমিকা ও যুব সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ প্রণীত '*তরুণ তোমার জন্য*' গ্রন্থটি চমৎকার বাংলা সাহিত্য শৈলীতে লেখা অনবদ্য এক রচনা। সুমিষ্ট সাহিত্য ব্যঞ্জনায় তিনি এ গ্রন্থে তারুণ্যের পরিচয়, যুব অবক্ষয় ও প্রতিকার, সেরা তরুণের কাহিনী তুলে ধরেছেন।

বাংলা ভাষায় রচিত এ গ্রন্থ দুটির কোথাও যুব উন্নয়ন পরিচিতি, এ সংশ্লিষ্ট সাধারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত কোনো আলোচনাই করা হয়নি।

এ সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উর্ধ্বে উঠে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সহজবোধ্যভাবে যুবক পরিচিতি, যুব উন্নয়ন, যুব উন্নয়নে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামের আলোকে যুব উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক যুব পরিচর্যায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সমাজে এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ইসলামী আইনের সাথে প্রচলিত যুবনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

যুবক পরিচিতি

▪ আভিধানিক অর্থ

যুবক শব্দটি বাংলা ভাষায় বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদেই ব্যবহৃত হয়। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছেঃ

- প্রাপ্তযৌবন; বিশেষত ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক পুরুষ।
- তরুণ, জোয়ান (Chowdhury 2016, 1170)।
- (১৬ হতে ৪০ বছর পর্যন্ত) বয়স্ক, পূর্ণ বয়স্ক। এর স্ত্রীবাচক শব্দ: যুবতী (Biswas 1973, 751)।

এর আরবী প্রতিশব্দ شاب, যার বহুবচন- شبان ও شباب (Fazlur Rahman 2017, 585)। আল্লামা সালাবী রহ. বলেন,

وهو ما دام بين الثلاثين والأربعين

যুবক হলো ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যবর্তী বয়স (al-Thaʿalabī 2000, 134)।

আল-রায়িদ প্রণেতার মতে, আরবী شباب হলো:

- বয়সের ক্ষেত্রেঃ প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে ত্রিশ মধ্যবর্তী সময়;
- বস্তুর ক্ষেত্রেঃ প্রারম্ভিক অবস্থা (Masʿūd 1992, 463) ।

▪ পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায়, যুবক বলা হয় মানুষের জীবনের দুটি দুর্বলতম স্তর তথা শিশু ও বৃদ্ধ বয়সের মাঝামাঝি সময়কে; যা সাধারণত বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক (প্রায় পনেরো বছর বয়স) হওয়া থেকে শুরু হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে শেষ হয়। এ বয়সের মানুষের মধ্যে কর্ম উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য, আবেগ- উচ্ছাস, উদ্যম, প্রবল শক্তি, সাহস, জ্ঞানের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাইয়েদ ফাহমী বলেন,

أنه فترة العمر التي تقع بين الخامسة عشر وسن الثلاثين، حيث أن هذه الفترة تتسم بكثير من الخصائص كالقابلية للنمو والتعليم والقدرة على الإنتاج والابتكار والرغبة في أحداث التغيير والتطوير في المجتمع

যুবক বয়স জীবনকালের পনেরো থেকে ত্রিশের মধ্যবর্তী একটি সময়, মানুষের এই সময়টি শিখন ও বিকাশ যোগ্যতা, উৎপাদন ও উদ্ভাবন ক্ষমতা, সমাজ পরিবর্তন ও সংস্কারের আগ্রহের মত অনেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত (Fahmī 2012, 130)।

ড. আব্দুর রাজ্জাক আমাকরান বলেন,

الشباب واقع اجتماعي يحدده المجتمع لجيل يضم فئات متقاربة في السن، ومختلفة من حيث الجنس والانتماء الاجتماعي، تشترك في كونها تمر بمؤسسات التنشئة الاجتماعية، وبمرحلة الإعداد، وتنتظر الدخول إلى الحياة الاجتماعية

যৌবন হলো একটি সামাজিক বাস্তবতা যার মাধ্যমে সামাজিকভাবে এমন একটি প্রজন্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যারা বয়সের দিক থেকে কাছাকাছি; কিন্তু লিঙ্গ ও সামাজিক সংযুক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন। তবে সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠান ও প্রস্তুতির স্তর অতিক্রম করা এবং সামাজিক জীবনে প্রবেশের অপেক্ষার দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে (Amaqrān 2008, 268)।

অতএব, উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে যুবকের বৈশিষ্ট্য হলো:

- তাদের বয়স ১৫ থেকে ৪০ বছরের মাঝামাঝি;
- তারা দৈহিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী;
- তারা সামাজিক ও সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী।

তাই বলা যায়, যুবক হলো মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বয়স স্তর তথা শৈশব ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি বয়স স্তর অতিক্রমকারী এমন সব সামাজিক ব্যক্তিবর্গ, যারা সে সময়ে আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভার সঠিক ব্যবহার করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার ও পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করতে পারে।

যুব উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার ও পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতেই আল্লাহ তাআলা সকল নবী-রাসূলদেরকে যুবক বয়সে প্রেরণ করেছেন। যেমন, সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম আ. যুবক বয়সে নিজ গোত্রের মাঝে মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরেন। এ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾

তারা (মুশরিকরা) বলল, আমরা এক যুবককে এদের (দেবদেবী) সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় 'ইব্রাহীম' (al-Qur'ān, 21:60)।

মূলত যুবা তিনি বয়সেই দীন প্রতিষ্ঠার কাজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নমরূদের অত্যাচারে ইরাক থেকে সিরিয়া হিজরত করেছেন। সেখান থেকে ফিলিস্তিন ও মক্কা সফর করেন। রাস্তাঘাট ও গাড়ি-ঘোড়াবিহীন এ বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করার পেছনে যৌবনের অপূর্ব শক্তিই কাজ করেছিল।

আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ. সম্পর্কে বলেন,

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম (al-Qur'ān, 12:22)

এভাবে ইয়াহ্ইয়া, মূসা, ঈসা আ.-এর যৌবনে নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

যুব উন্নয়ন মূলত মানব উন্নয়ন এরই একটি ধারা। যুব উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একজন যুবককে কৈশোর ও যৌবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে। এছাড়া এটি তরুণদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে গঠনশীল উপায়ে জড়িত করে; তাদের সামাজিক, নৈতিক, মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিগত দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।

ইসলামে যুব উন্নয়ন বলতে কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনার আলোকে যুবকদের হৃদয়ে আল্লাহ ভীতি অর্জন, ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ, চারিত্রিক বিকাশ সাধন, মানবিক মূল্যবোধ অর্জনসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনপূর্বক যুব কল্যাণ সাধন করা। ইসলামে উন্নয়নের জন্য আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কাজ করাকে শর্তারোপ করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যুব উন্নয়ন মূলত মানব উন্নয়নেরই একটি ধারা; তাই পবিত্র কুরআন মানব উন্নয়ন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে সেটিই মূলত যুব উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে (al-Qur'ān, 04:36)।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

সৎকর্ম ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর (al-Qur'ān, 05:02)।

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর (al-Qur'ān, 16:90)।

এছাড়াও আল কুরআনের সূরা লোকমানের ১৩-১৯ নং আয়াতে বর্ণিত লুকমান হাকীমের ঐতিহাসিক উপদেশমালায় যুব উন্নয়নের কিছু মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে; যা যুব সমাজের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

আয়াতগুলোতে উল্লিখিত উপদেশমালাগুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পাই, এখানে মূলত যুব সংশোধন ও উন্নয়নের মৌলিক দিক আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহর সাথে শিরক না করা, পিতামাতার অবাধ্যতা না হওয়া ও অহংকার না করা। পাশাপাশি নামায কায়েম করা, সৎকর্মের নির্দেশ, অসৎ কর্মে নিষেধ ও আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করা

মানব উন্নয়ন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন হাদীস থেকেও যুব উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করা যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবূ যার রা. কে বললেন,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর (al-Tirmidhī 1996, 2416)।

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের বদৌলতে বেশিরভাগ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি ﷺ বললেন,

التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ

তাক্বওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে।

তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের কারণে অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে? তিনি ﷺ বললেন,

الأَجْوَفَانِ : الْفَمُ وَالْفَرْجُ

দু'টি অংগ: মুখ ও লজ্জাস্থান (Ibn Mājah 1430H, 4246)।

যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ...

যে দিন আল্লাহ্‌র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে...(al-Bukhārī 1422H, 660)।

বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপদেশ,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও তোমার অসুস্থতার

পূর্বে, তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অসচ্ছলতার পূর্বে, তোমার অবসরকে কাজে লাগাও তোমার ব্যস্ততার পূর্বে, আর তোমার হায়াতকে কাজে লাগাও তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে (al-Bayhaqī 1410H, 10248)।

অতএব, উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি, ইসলামের দৃষ্টিতে যুব উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা, সকল মানুষের সাথে সদাচরণ করা, ভদ্রতা বজায় রাখা, সচ্চরিত্র অর্জন করা, ভালো কাজ করা ও এতে পারস্পরিক সহযোগিতা করা, অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা প্রভৃতি।

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপ

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ ক্রমান্বয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. যুব অন্তকরণে ঈমান প্রোথিতকরণ

মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈমান। প্রকৃত ঈমান মানুষকে আলোর পথের দিশা দেয়, মানুষের জীবন আচরণের সঠিক পন্থা নির্ধারণ করে। ঈমানের অমীয় সুধা পানে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে পবিত্র, অনাবিল কল্যাণময় ও সুখময়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুব অন্তকরণে ঈমানের বীজ বপনে খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন। ইসলামী বিধি বিধান থেকে যুবকরা যাতে এক চুল পরিমাণও ডানে বামে সড়ে না যায় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। যুব বয়স থেকেই দৃঢ় ঈমানচেতা হওয়ার ব্যাপারে নিজ চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অপূর্ব উপদেশ দিয়েছিলেন। ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

এক দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে (al-Tirmidhī 1996, 2516)।

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত সকল উপদেশমালাই ঈমান সম্পৃক্ত বিষয়; যা তিনি ﷺ ইবনে আব্বাস রা. কে যুব বয়সে দিয়েছেন। কারণ, অল্প বয়সেই যে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন হবে, পূর্ণ বয়সে সে অন্তরে ঈমান পত্র-পল্লবে বিকশিত হবেই।

২. ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাদের আবেগ ও যুক্তি, আত্মা ও শরীর, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করতেন। আর এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধনই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। কারণ, ইসলাম চরমপন্থা ও শিথিলপন্থার মাঝামাঝি পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান। আত্মার হক (অধিকার) যেমন ইবাদত করা, তেমন বিশ্রাম নেয়াও। শরীরের হক (অধিকার) হচ্ছে পরিমিত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, শরীর যা করতে অক্ষম তা না করা। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির হক (অধিকার) হচ্ছে তাদেরকে সময় দেয়া, দেখভাল করা, ব্যয়ভার বহন করা, লালনপালন ও পরিচর্যা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়গুলোর একটিকেও অপরটির উপর প্রাধান্য দিতেন না; বরং প্রত্যেকটির যথার্থ হক আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। যুবকদেরকেও এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন।

আনাস রা. বর্ণিত একটি হাদীসে এ বিষয়টি ফুটে ওঠেছে। আনাস রা. বর্ণনা করেন, তিন জনের একটি দল আল্লাহর নবী ﷺ এর ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী ﷺ এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী ﷺ এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সাওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট এসে বললেন,

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সাওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি, আবার নিদ্রা যাই। নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয় (al-Bukhārī 1422H, 5063)।

এ হাদীসে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগন্তুক দলকে স্পষ্ট করেছেন যে, ইসলাম শুধুমাত্র এককভাবে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিপালনের নাম নয়; বরং এতে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী বিষয় একই সাথে প্রতিপালিত হয়। এ দুটির (ধর্ম ও দুনিয়া) সাথে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চমৎকারভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এ হাদীসে আরেকটি বিষয়

স্পষ্ট যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মে বৈরাগ্যবাদকে উৎসাহিত করা হলেও ইসলাম বৈরাগ্যবাদকে পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে। এখানেই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের একটি মৌলিক পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

৩. যুবকদেরকে সেনাপতি নির্বাচন

যুবকদের পরিচর্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে, অসংখ্য যুদ্ধে তাদেরকে ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নির্বাচন; যে বাহিনীসমূহে তখন অসংখ্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সাহাবীরাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এমন পদক্ষেপের কারণ, একদিকে তাদের যৌবনদীপ্ত ঈমানী চেতনা, প্রবল মনোবল ও দৈহিক শক্তি। অপরদিকে তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলায় নেতৃত্বে যোগ্য ও দৃঢ় করে তোলা। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. কে সেনাপতি হিসেবে মনোনয়ন ছিল এর সমুজ্জ্বল উদাহরণ, যখন তার বয়স ছিল প্রায় বিশের কাছাকাছি। তখন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর নেতৃত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

أَنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

তার নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনা করছ! ইতোপূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহ্‌র কসম, নিশ্চয়ই সে নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয় পাত্রদের একজন ছিল। অতঃপর তাঁর পুত্র আমার প্রিয় পাত্রদের একজন (al-Bukhārī 1422H, 3730)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্তরে যুবকদের নেতৃত্বের প্রতি কতটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তা এ হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়।

৪. যুব অন্তকরণে বড়দের প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রতকরণ

বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদেরকে স্নেহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুমহান আদর্শ। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না, সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজে বাধা দেয় না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (al-Tirmidhī 1996, 1921)।

যুব অন্তকরণে বড়দের প্রতি সম্মানজাগ্রত করণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদা তৎপর। বড়দের সম্মানের বিষয়ে তিনি এতো অধিক গুরুত্ব দিতেন যে, কঠিন মূহূর্তেও এ বিষয়ে কাউকে ছাড় দিতেন না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুর রহমান ইবনে সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসাহ রা. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেলেন। আব্দুর রহমান রা. কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, كَبِّرْ كَبِّرْ বড়কে আগে বলতে দাও! বড়কে আগে বলতে দাও!

আবদুর রহমান ইব্নু সাহল রা. ছিলেন বয়সে ছোট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসাহ ও হুওয়ায়্যিসাহ উভয়ে কথা বললেন (al-Bukhārī 1422H, 3173)।

এ হাদীসে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও বড়দেরকে সম্মান করার শিক্ষা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদেরকে দিয়েছেন।

৫. যুবকদেরকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে গুরুত্ব

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বড় নিআমত। এ নিআমতের যথার্থ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের নির্দেশের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে মানব জাতির উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে (al-Qur'ān, 17:23)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদেরকে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ মর্মে তিনি যুবকদেরকে কখনো নসীহতের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন, কখনো সদ্ব্যবহারের ফজিলত বর্ণনা করেছেন, আবার পিতামাতার অবাধ্যতায় দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এর অসংখ্য প্রমাণ আমরা পাই।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু দারদা রা. কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নয়টি ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন, এর মধ্যে একটি হলো পিতা-মাতার আনুগত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

وأطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا

তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে (al-Bukhārī 1379H, 18)।

বৃদ্ধাবস্থায় পিতা-মাতা সন্তানের বেশী মুখাপেক্ষী থাকেন। তাই এ সময়ে পিতা-মাতার খিদমত করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি ﷺ বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক! তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক! তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক! বলা হলো, কে সে ? তিনি ﷺ বললেন,

مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না (Muslim 1334H, 2551)।

৬. যুবকদেরকে শরীরচর্চায় উৎসাহিত করা

দেহ ও মনের সুস্থতা মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য মহা নিয়ামতও বটে। ইসলাম শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

শক্তিশালী ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারের তুলনায় আল্লাহর নিকট উত্তম ও অতীব পছন্দনীয় (Ibn Mājah 1430H, 79)।

শরীর চর্চা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শরীরচর্চায় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন; এমনকি নিজেও যুবকদের সাথে শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করতেন। এ মর্মে সালামা ইব্নু আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, নবী ﷺ আসলাম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তীরন্দাজী চর্চা করছিল। আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, হে বনূ ইসমাঈল! তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন এবং আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে দু'দলের এক দল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কী হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ করছ না? তারা জবাব দিল, আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি, অথচ আপনি তাদের সঙ্গে আছেন? তখন আল্লাহর নবী ﷺ বললেন,

ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ

তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি (al-Bukhārī 1422H, 2899)।

তীর নিক্ষেপ ছাড়াও শরীর চর্চা ও বৈধ চিত্ত বিনোদনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু খেলাধুলাকে অনুমোদন দিয়েছেন মর্মে হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্যে পাওয়া যায়। এসব অনুমোদিত খেলাধুলার মধ্যে রয়েছে: নিজ স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা, অশ্ব চালানো, সাতার শেখা বা শেখানো, দৌড় প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

৭. সক্ষমতা সাপেক্ষে যুবকদের বিবাহে উৎসাহ প্রদান

যুবকদের পরিচর্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো তাদেরকে বিবাহে উৎসাহিত করা। কারণ বিবাহ হচ্ছে মানুষের যৌন চাহিদা মিটানোর একমাত্র শরয়ী পন্থা; যুবকদেরকে ব্যভিচার থেকে রক্ষার সর্বোত্তম কৌশল। এ ছাড়াও বিবাহ যুবকদের হৃদয়ের স্থিতিশীলতা ও প্রশান্তি বৃদ্ধি করে। কাজে, উৎপাদনে, দক্ষতায় ও আত্মনির্ভরতায় যুবকদের আগ্রহী করে তোলে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদেরকে সক্ষমতা সাপেক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। বিবাহের সক্ষমতা না থাকলে রোযা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ﷺ ঘোষণা করেছেন:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»

হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে অবদমন করবে (al-Bukhārī 1422H, 5066)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে যুবকদের কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলের স্বভাবজাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল দৃষ্টান্তমূলক যে সমাধান পেশ করেছেন; সেটি হচ্ছে বিবাহ। কিন্তু বিবাহের জন্য তো অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকতে হয়; যা সকলের থাকে না। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা হচ্ছে- রোযা রাখা। কেননা, রোযা মানুষকে একদিকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা বানায়, অপরদিকে শারীরিক শক্তি হ্রাস করে, যা কুপ্রবৃত্তি দমনে সহায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এ হাদীস এটিও প্রমাণ করে যে, বিবাহ করতে অসমর্থ অবস্থায়ও কোনোক্রমেই অশ্লীল পাপাচারিতায় নিমগ্ন হওয়া যাবে না। বরং যুবকের কর্তব্য হচ্ছে, ব্যাপক পরিমাণে আল্লাহভীতি ও মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করা, যা তাকে কুপ্রবৃত্তি দমনে সাহায্য করবে। বর্তমানে সমাজে যুবক-যুবতীদের মাঝে যে বেহায়াপনা, অবাধ মেলামেশা, যৌনতা, অশ্লীলতা ও পাপাচারিতা ছড়িয়ে পড়েছে তার অন্যতম কারণ পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ করতে অনুৎসাহিত করা।

৮. যুবকদের জন্য বেশি বেশি দুআ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ ছিল তিনি যুবকদের জন্য বেশি বেশি দুআ করতেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে যেভাবে সাহাবীদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যেত তেমনি তাঁর দুআর প্রভাবেও সাহাবীদের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুআ পেয়েছেন এমন সৌভাগ্যবান সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনু আব্বাস রা. অন্যতম। যেমন তিনি ﷺ ইবনু আব্বাস রা. এর জন্য দুআ করেন এভাবে:

اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ

হে আল্লাহ! তাকে প্রজ্ঞা ও কুরআনের তাৎপর্য জ্ঞান দান করুন (Ibn Mājah 1430H, 166)।

তাঁর দুআর বরকতেই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. মুসলিম উম্মাহর সেরা মুফাস্সিরে পরিণত হয়েছেন।

৯. যুবকদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মিশন ছিল স্বীয় উম্মতকে কুরআন ও হিকমতের (সুন্নাহ) শিক্ষাদান, যাবতীয় কল্যাণের পথ নির্দেশ ও আত্মশুদ্ধি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত (al-Qur'ān, 62:02)।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

আর আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি (Ibn Mājah 1430H, 229)।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবতার মহান শিক্ষক ও আদর্শ মহামানব। তিনি সর্বদা সবাইকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন। যুবকদেরকেও তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন এবং শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করতেন। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ রা. বলেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صلى عليه وسلم- وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا

আমরা নবী ﷺ এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায় (Ibn Mājah 1430H, 61)।

এ হাদীসসহ অন্যান্য অসংখ্য হাদীস দৃষ্টে পরিলক্ষিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের তাওহীদ, রিসালাত, পরকাল ও তাকদীর সম্পর্কিত ঈমান, কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও দুআ শিক্ষা দিয়েছেন।

১০. যুবকদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান

আবেগ-অনুভূতি প্রত্যেক মানুষেরই স্বভাবজাত বিষয়। যুবকদের আবেগ-অনুভূতি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উচ্ছল, উন্মত্ত বাতাসের মত প্রবল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের এ আবেগ ও অনুভূতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। এ মর্মে মালিক রা. একটি হাদীসে বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী ﷺ এর নিকট হাযির হলাম। বিশদিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও, এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে যেন ইমামত করে (al-Bukhārī 1422H, 631)।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবক সাহাবীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তাদেরকে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।

১১. যুবকদের জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরা

যুবকদের পরিচর্যায় তাদের জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে প্রশংসা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এতে যেমন তাদের জ্ঞানগত অবস্থান ও মর্যাদা অন্যদের

কাছে সুস্পষ্ট হয়; তেমন অন্য যুবকরাও তা হাসিলের ব্যাপারে উৎসাহিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য যুবক সাহাবীদের জ্ঞানগত অবস্থান ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বর্ণিত হাদীসে চারজন যুবক সাহাবীর জ্ঞানগত অবস্থান ফুটে ওঠেছে। তিনি রা. বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيٍّ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিখ চার জনের নিকট হতে: ইব্নু মাসউদ, আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ও মু'আয ইব্নু জাবাল থেকে (al-Bukhārī 1422H, 3808)।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রা. এর বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জবানে আবূ হুযাইফার মুক্তদাস সালিমের সুরেলা তিলাওয়াতের প্রশংসা ফুটে ওঠেছে এভাবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন (Ibn Mājah 1430H, 1338)।

১২. যুব ক্ষমতায়নে গুরুত্ব প্রদান

যুব পরিচর্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম পদক্ষেপ হলো, তিনি যুবকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি যুবকদের ঝোঁক, বিভিন্ন যোগ্যতা, কর্ম দক্ষতা ও স্বভাবজাত রুচি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। যুবকরা যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় ও তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অগাধ আস্থা থাকায় তাদের বিভিন্ন পদে সমাসীন করেছেন। প্রজ্ঞাবান যুবকদেরকে তিনি ওহী লেখক, হাদীস লেখক, বিচারক, সেনাপতি, শিক্ষক, মুফতী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। যেমন মুয়াবিয়া রা. কে পত্র ও ওহী লেখক, মুসআব ইবনে উমাইর রা. কে শিক্ষক, মুআয ইবনে জাবাল, আলী রা. কে বিচারক, উসামা ইবনে যায়েদ রা. কে সেনাপতি, উমর, উসমান, উবাই ইবনে কাব ও যায়েদ ইবনে সাবেত রা. কে মুফতী হিসেবে নির্বাচন করা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যুবকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অগাধ আস্থার প্রমাণ পাই আলী রা. কে বিচারক মনোনয়নের প্রক্কালে উভয়ের কথোপকথন থেকে। আলী রা. বলেন,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে কাজী ও বিচারপতি হিসাবে ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণ করছিলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে প্রেরণ তো করছেন; কিন্তু না আমার সেই পর্যাপ্ত বয়স আছে আর না আমি সুন্দরভাবে মীমাংসা

করতে জানি! তখন তিনি ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং রসনাকে সুদৃঢ় করে দেবেন। অতএব, যখন তোমার সামনে কোনো দুটি প্রতিপক্ষ উপবেশন করে তখন তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফায়সালা করবে না যতক্ষণ না অপরজনের বক্তব্য শুনেছ; যেমন শুনেছ প্রথমজনের কাছ থেকে; কেননা, এটা সঠিক বিচার ও মীমাংসা করতে অধিকতর সহায়ক (Abū Dāwūd 2009, 1641)।

১৩. যুব শ্রমশক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করতেন না। তিনি যুবকদের শ্রমশক্তির যথার্থ ব্যবহার করে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেন। তাদেরকে সর্বদা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন (al-Bukhārī 1422H, 2072)।

আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি নিজ হাতে কুঠারের একটি মজবুত হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন, 'এটা দিয়ে লাকড়ি কেটে বিক্রি করবে। এরপর আমি এখানে তোমাকে পনেরো দিন যেন দেখতে না পাই'। লোকটি চলে গেল। বন থেকে লাকড়ি কেটে জমা করে বাজারে এনে বিক্রি করতে লাগল। কিছু দিন পর সে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ফিরে এলো, তখন সে দশ দিরহামের মালিক। এ দিরহামের কিছু দিয়ে সে কিছু কাপড়-চোপড় কিনল আর কিছু দিয়ে খাদ্যশস্য কিনল। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার অবস্থার এ পরিবর্তন দেখে বললেন

هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِيْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوجِعٍ »

কিয়ামতের দিন ভিক্ষাবৃত্তির কারণে চেহারায় দাগ পড়ার চেয়ে এ অবস্থা তোমার জন্য উত্তম। শুধুমাত্র তিন ধরনের লোক হাত পাততে পারে। প্রথমত: একেবারে নিঃস্ব কপর্দকহীন। দ্বিতীয়ত: ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যে ভারী ঋণে লাঞ্ছিত হবার পর্যায়ে রয়েছে। তৃতীয়ত: রক্তপণ আদায়কারী, যা তার জিম্মায় আছে অথচ তার সামর্থ্য নেই (Abū Dāwūd 2009, 1641)।

আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরনির্ভরতা বিমুখ জীবন গড়তে উৎসাহ প্রদান করেছেন। শুধু পরনির্ভরতা নিষেধ করেই থেমে যাননি, তিনি তাকে নিজ হাতে কুঠার প্রস্তুত করে দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়ে দিয়েছেন। তার সামনে কর্মক্ষেত্রের পথও উন্মোচন করে দিয়েছেন।

১৪. যুবকদেরকে নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে বিরত রাখা

প্রাক- ইসলামী যুগে আরবের লোকেরা মদ্যপানে মারাত্মক আসক্ত ছিল। তারা মদ্যপান বিহীন জীবনের কল্পনাই করতে পারত না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে কিছু সাহাবায়ে কিরাম মদ পান করতেন। অথচ এটা এক গ্রহণযোগ্য বাস্তবতা যে, নেশাদ্রব্য বিশেষ করে মদ মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলী নষ্ট করে দেয়। এমতাবস্থায় যুবসমাজসহ গোটা মুসলিম সমাজকে মদ্যপানের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা সময়ের অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়। এর প্রেক্ষিতে মদ হারাম হওয়ার বিষয়ে আল্লাহর তাআলা নাযিল করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা ওটা বর্জন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (al-Qur'ān, 05:90)।

পবিত্র কুরআন সংক্ষেপে শুধু নেশাদার দ্রব্য মদের নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআনের এ নিষিদ্ধতার আলোকে সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার দ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَ كُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই মদ আর যাবতীয় মদই হারাম (Muslim 1334H, 2003)।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

যে নেশাজাতীয় বস্তু অধিক পরিমাণে খেলে নেশা হয় তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম (al-Tirmidhī 1996, 1865)।

আবু দারদা রা. মাদক দ্রব্য পানের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»

আমার বন্ধু ﷺ আমাকে এই মর্মে অসিয়ত করেছেন যে, 'নেশাদার দ্রব্য পান করো না। নিশ্চয়ই তা সব ধরনের অন্যায়ের চাবি' (Ibn Mājah 1430H, 3371)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণিত এ সকল হাদীস থেকে বর্তমান যুগের যেকোন প্রকার মাদকদ্রব্য যা নেশা সৃষ্টি করে, সুস্থ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় তা নিষিদ্ধ প্রতীয়মান হয়। চাই হোক তা প্রাকৃতিক যেমন- মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ান অথবা রাসায়নিক যেমন- হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন ইত্যাদি।

১৫. যুবকদের প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন

যুবকদের প্রতিভা অন্বেষণ করে এর সঠিক মূল্যায়ন ও যথার্থ ব্যবহার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম পদক্ষেপ। তিনি যুবকদের বিভিন্ন প্রতিভাকে ইসলাম ও সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানোর উৎসাহ প্রদান করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক যুবকদের

প্রতিভা অন্বেষণ ও মূল্যায়নের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যাইদ ইবনু সাবিত রা.। তাঁর ভাষা যোগ্যতার প্রতিভাকে যথার্থ মূল্যায়ন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুবাদক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। যাইদ ইবনু সাবিত রা. বলেন,

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ». قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইহুদিদের কিতাবী ভাষা (হিব্রু) অধ্যয়নের জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পত্রাদির ব্যাপারে ইহুদিদের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারি না'। তারপর মাসের অর্ধেক যেতে না যেতেই আমি হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম। এ ভাষা শিক্ষার পর থেকে তিনি ইয়াহূদীদের নিকট কোন কিছু লিখতে চাইলে আমিই তা লিখে দিতাম। আর তারা তাঁর নিকট কোন চিঠি পাঠালে, আমি তাঁকে তা পড়ে শুনাতাম (al-Tirmidhī 1996, 2715)।

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক যুবকদের প্রতিভা মূল্যায়নের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

১৬. যুবকদেরকে কোমলভাবে উপদেশ প্রদান

যুব পরিচর্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্যতম আদর্শ ছিল তিনি যুবকদের দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন করতেন, অত্যন্ত নরম সুরে তাদের সাথে কথা বলতেন, সদুপদেশ দিতেন। এর প্রমাণে মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটি লক্ষণীয়। তিনি রা. বলেন,

أَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: «إِنِّي أُحِبُّكَ» ، قُلْتُ: وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ، قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

নবী ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, 'হে মু'আয!' আমি বললাম, আমি আপনার নিকট হাযির। তিনি বলেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিবো না, যা তুমি তোমার প্রত্যেক নামাযের পর বলবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তুমি বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করতে, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং উত্তমরূপে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন' (al-Bukhārī 1379, 690)।

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ইবনে জাবালের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরেছেন, মুখে ভালোবাসার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। এরপর কোমল ভাষায় অপূর্ব নসীহত করেছেন। সন্দেহ নেই, বড়দের থেকে স্নেহ-ভালোবাসা মিশ্রিত এ ধরনের নসীহত যুবকদের সঠিক পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে।

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল

যুব উন্নয়নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গৃহীত পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল অত্যন্ত কার্যকর, যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত। ফলশ্রুতিতে সে সময় যুবকরা উপনীত হন, যে পর্যায়ে বড়দের অনেকেই উপনীত হননি। ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন পদক্ষেপে যুবসমাজ তৎকালে ঈমান, তাকওয়া, আখলাক, ইলম, নেতৃত্ব, রাষ্ট্র ও যুদ্ধ পরিচালনা সহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন:

- আলী ইবনে আবী তালিব: তিনি ছিলেন ঈমান, আমল ও তাকওয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, আশারায়ে মুবাশ্বারার অন্যতম সদস্য ও খুলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত। একই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিচর্যা, শিক্ষা-দীক্ষায় এমনভাবে সিক্ত হয়েছেন যে, রাসূলের জন্য জীবন কুরবান করতে মোটেও পিছপা হননি। খায়বারের যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দেন,

  لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

  আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা অর্পণ করব যার হাতে আল্লাহ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে (al-Bukhārī 1422H, 4210)।

  এই একটি হাদীস থেকেই আলী এর মর্যাদা ও বীরত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

- মুআয ইবনে জাবাল: তাঁর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে বিচিত্রধর্মী যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। তিনি একাধারে শরীয়াতের মুফতী, মজলিসে শূরার সদস্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক, প্রদেশের গভর্নর, দূত, সাহসী সেনাপতি, বিজয়ী যোদ্ধা ও যাকাত উসূলকারী ছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবনকালেই মুআয উম্মতের শ্রেষ্ঠ ফকীহ হয়েছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ফকীহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

  وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

  মানুষের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হচ্ছে মুআয ইবন জাবাল (Ibn Mājah 1430H, 154)।

- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যের ফলে পবিত্র কুরআনের জ্ঞানে সর্বাধিক সেরা হয়ে ওঠেছিলেন তিনি। তিনি নিজেই বলেন,

  وَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ، وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْه

  যে সত্তা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, পবিত্র কুরআনের এমন কোনো সূরা নেই যা কখন অবতীর্ণ হয়েছে তা আমার জানা নেই।

এমন কোনো আয়াত নেই যার শানে নুযুল আমার জানা নেই। আর আমার জানামতে যদি এমন কেউ থেকে থাকে, যে আল্লাহর কিতাব তথা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী তাহলে অবশ্যই আমি তাঁর কাছ থেকে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে উটে চড়ে সফর করতাম (Muslim 1334H, 2463)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুনিবিড় পরিচর্যায় সিক্ত হয়ে সাহাবায়ে কিরাম বিশ্বের বুকে যে আদর্শ ও নজীর স্থাপন করেছেন, তা সত্যিই বিরল। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক সমাজ গঠনের মূল উপাদান হলো ঈমান (বিশ্বাস), আখলাক (চরিত্র) ও ইলম (জ্ঞান)। এগুলোর ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যুব উন্নয়ন, সংশোধন ও সর্বোপরি আদর্শ যুবসমাজ গঠন করেছেন।

যুব উন্নয়ন বিষয়ক প্রচলিত আইন ও বিধিমালা

যুব সমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ ইং সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে; যা পরবর্তীতে 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়' হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। এ মন্ত্রণালয় থেকে ২০০৩ সালে একটি যুবনীতি প্রণয়ন করা হয়, যা 'জাতীয় যুবনীতি-২০০৩' নামে পরিচিত। এ নীতিমালায় নয়টি ধারা ও তৎসংযুক্ত কতিপয় উপধারার উল্লেখ ছিল।

পরবর্তীতে এ নীতির পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে ২০১৭ ইং সালে 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় ১৭ টি ধারা, ২৯ টি উপধারা ও ১৯৮টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। যুব উন্নয়নের অগ্রাধিকার সম্পর্কে এ নীতিমালায় বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার মধ্যে রয়েছে: ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য, যুব বয়স, যুব উন্নয়নে অগ্রাধিকার সমূহ, ক্ষমতায়ন, সুশাসন, সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ, স্বাস্থ্য ও বিনোদন, টেকসই উন্নয়ন, সুষম উন্নয়ন ইত্যাদি।

ইসলামী দিকনির্দেশনা ও প্রচলিত যুব উন্নয়ন আইনের তুলনা

উপরিউক্ত নীতিমালার সাথে ইসলামী দিকনির্দেশনার বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

- যুবনীতির ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী নীতির সাথে প্রচলিত যুবনীতির উদ্দেশ্যগত মৌলিক পার্থক্য হলো, ইসলাম চায়: ঈমানের নূরে দীপ্ত, আল্লাহভীরু ও সচ্চরিত্রবান আদর্শ যুবসমাজ। প্রচলিত আইনে যুব উন্নয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য এটি নয়।
- জাতীয় যুব নীতিমালা ২০১৭ এর ৮ নং ধারা এর ৮.১.১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- বৈষয়িক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানবিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের প্রতি যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয় ও কার্যক্রম শিক্ষার সর্বস্তরে পাঠ্যক্রমভুক্ত করা। বাস্তবতা হচ্ছে, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এ বিষয়টি নীতিমালার কোনো জায়গায়ই স্পষ্ট উল্লেখ নেই। অধিকন্তু এ নীতির আলোকে নৈতিক ও আত্মিক

উন্নয়নের প্রতি যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও বর্তমান সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো স্তরেই দৃশ্যমান নেই।

- এ নীতির ৮ নং ধারা এর ৮.১.৫ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে- 'যুবকদের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও হৃষ্টতা নিশ্চিত করার জন্যে শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকে আবশ্যকীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা'। এটি ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, প্রথমত: ইসলাম এগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা মনে করে না; বরং শর্তসাপেক্ষে বৈধতার ভিত্তিতে শিক্ষার প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ মনে করে। দ্বিতীয়ত: শিল্পকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়া এগুলোর ব্যাপারে ইসলামের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলনীতি আছে। সে মূলনীতি রক্ষা করা হলে এগুলো বৈধ, অন্যথায় এগুলো অবৈধ।
- একই ধারার ৮.৩.১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- যুব উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ব্যাংক ও সমবায় ঋণ প্রদান করা। যুবনীতিতে উল্লেখ এ নীতিটি সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলাম সম্পূর্ণভাবে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
- তবে প্রচলিত আইনের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে ইসলামী আইনের কিছু মিলও লক্ষ করা যায়। যেমন: স্বদেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, যুব ক্ষমতায়ন, মেধা ও দক্ষতার বিকাশ, শিক্ষার উন্মেষ, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা, বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান তৈরি, জাতীয় নেতৃত্ব ইত্যাদি।

মূলত উদ্দেশ্যগত কিছু মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রচলিত যুবনীতির সাথে ইসলামী দিকনির্দেশনার রয়েছে বিস্তর অমিল। কারণ 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' এ বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনাকে যুব সমাজের সামনে হাজির করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সত্যিকারের মানব উন্নয়ন এবং কাঙ্ক্ষিত যুব উন্নয়ন সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কাঙ্খিত যুব উন্নয়নে প্রচলিত নীতিমালার সাথে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সমন্বয় করার প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবনা

- নীতিমালায় যুব বয়সকে ১৫ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা।
- যুব উন্নয়ন নীতিমালায় বস্তুগত ধ্যান-ধারণার পাশাপাশি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজের কথা মাথায় রেখে ইসলামী দিকনির্দেশনাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া।
- পারদর্শী আলিমদের তত্ত্বাবধানে যুবকদের ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- যুবকদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে একমাত্র আদর্শ- এ চেতনাবোধ জাগ্রত করা। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলের সীরাতের ওপর অধিক পরিমাণে বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা।
- যুবকদের সহায়তা কল্পে 'করজে হাসানাহ' পদ্ধতি চালু করা।

উপসংহার

যৌবনে মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করে, ভাঙ্গে-গড়ে, নেতৃত্ব দেয়। যৌবনের অপরিমেয় শক্তির উপর ভিত্তি করেই বিশ্ব সভ্যতা নির্মিত হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অপূর্ব নেয়ামত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার ও পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতেই আল্লাহ তাআলা সকল নবী-রাসূলদেরকে যুবক বয়সে প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন প্রশংসার ভঙ্গিতে গুহাবাসী (আসহাবে কাহফ) যুবসম্প্রদায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সত্য প্রকাশে তাদের সাহসী ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। প্রকৃত যুব উন্নয়ন সাধন করতে হলে প্রয়োজন ঐশী দিকনির্দেশনার। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণ করে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলে আলোকিত হবে বাংলার যুবসমাজ।

Biblography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī, 2009, Sunan Abī Dāwūd, Bairūt: Dār Al-risālah Al-Alamiah

al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusayn Ibn 'Alī. 1410H. Shu'ab al-'Īmān. Edited by: Muḥammad al-Sa'īs Zaghlūl. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm, 1379H. *al-Adab al-Mufrad*. Cairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah.

- 1422H. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Bairūt: Dār Ṭawq al Najāh

al-Tha'alabī, Abū Manṣūr 'Abd al-Mālik Ibn Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2000. *Fiqh al-Lugha wa al-Asrār al-'Arābiyyah*. Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah

al-Tirmidhī, Abū 'Īisa Muḥammad Ibn 'Īisa. 1996. *Sunan al-Tirmidhī*. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmī

Amaqrān, 'Abd al-Razzāq. 2008. *Dirāsāt Fī 'Ilm al-Ijtimā'*. al-Jazā'ir: Dār Bahā al-Dīn

Fahmī, Muḥammad Sayyid. 2012. *Idārah al-Azimah Ma'a al-Shabāb*. Alexandria: al-Maktab al- Jāmie'ī al-Ḥadīth

Fazlur Rahman, M. 2017. *al-Mu'jam al-Wāfī* . Dhaka: Riyad Prakashani

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd. 1430H. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah

Chowdhury, Jamil. 2016. *Adhunik Bangla Obhidhan*. Dhaka: Bangla Academy

Biswas, Sailendra. 2000. *Samsad Bangla Abhidhan*. Kolkata: Sahitya Samsad

Mas'ūd, Jibrān. 1992. *al-Rā'id*. Alexandria: Dār al-'Ilm Li al-Malayiyyīn

Muslim, Abū al-Ḥusain Ibn Ḥajjāj al-Qushayrī. 1334H. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Istanbul: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah.